

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

228933 - যবে ব্যক্ত কুরআনরে কছি অংশ মুখস্থ করে ভুলে গছে তার কী করণীয়

প্রশ্ন

যদি কোন ব্যক্তি কুরআনরে মুখস্থকৃত অংশরে কছি ভুলে যায় এবং তওবা করে; তার তওবা কবুলরে জন্য কী ভুলে যাওয়া অংশগুলো পুনঃপাঠ করা অপরহির্য। যদি সটো অপরহির্য হয় তাহলে এখান থেকে ওখান থেকে বক্ষিপ্তভাবে মুখস্থকৃত অংশগুলো সবে ব্যক্তি কভাবে পুনঃপাঠ করবে; যগুলোর স্থান তার মনে নহে। তবে, যবে সুরাগুলো পূর্ণাঙ্গভাবে মুখস্থ করছে সেগুলো পুনঃপাঠরে কষতেরে সমস্যা নাই। এমতাবস্থায় অনতবিলম্বে পুনঃপাঠ করা কী তার উপর ফরজ; নাকী দীর্ঘ ময়াদে, অবসর সময়ে পুনঃপাঠ করলেও চলবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

এক:

নঃসন্দহে কুরআন অধ্যয়ন করা, তলোওয়াত করা ও মুখস্থ করা উত্তম নকীর কাজ। কুরআন ভুলে যাওয়ার আশংকা রোধ করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নয়মতি কুরআন পড়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করছেন। অর্থাৎ মুখস্থকৃত অংশ নয়মতি পুনঃপাঠ করা ও বারবার তলোওয়াত করা। অন্যদিকে কুরআন ভুলে যাওয়া গ্রহতি কাজ। কারণ এতে আল্লাহর কতিব থেকে মুখ ফরিয়ে নয়ো ও এ কতিবকে পরহির করার আলামত পাওয়া যায়। আরও জানতে 3704 নং প্রশ্ননোত্তর দেখুন।

দুই:

কুরআন ভুলে যাওয়ার হুকুম কী এ ব্যাপারে আলমেগণ মতানকৈষ করছেন: কটে বলেন: কুরআন ভুলে যাওয়া কবরী গুনাহ। কোন কোন মতে, গুনাহর কাজ; তবে কবরী গুনাহর পরয়ায়ে পট্টে হবে না। কারো কারো মতে, এটি এমন একটি মুসবিত যা বান্দার অন্তর ও দ্বীনদারকি আক্রান্ত করে। এর ফলে বান্দার কোন কোন আমলের উপর আল্লাহর শাস্তি নামতে পারে। যদিও এটি কবরী গুনাহ নয় বা পাপ নয়। এ মাসয়ালায় এটি সর্বাধিক অগ্রগণ্য অভিমত।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

কিন্তু, কোন হাফযে কুরআন এর জন্য কুরআন তলোওয়াতে গাফলত কিরা কথিবা নয়িমতি তলোওয়াতে অবহলো করা সমীচীন হয়। বরং হাফযে কুরআনরে উচতি সওয়াবরে আশা নিয়ে দনৈকি নরিদষ্টি একটি পরিমাণ তলোওয়াত করা; যাতে করে সে তার তলোওয়াত ধরে রাখতে পারে, ভুলে না যায় এবং কুরআনরে হুকুম-আহকাম থেকে উপকৃত হতে পারে।

আরও জানতে দেখুন: [127485](#) নং প্রশ্নোত্তর।

তনি:

কুরআনরে কছি অংশ ভুলে যাওয়া কুরআন পড়া ছড়ে দেয়ার কারণে ঘটে থাকে। কুরআন পড়া ছড়ে দেয়ার কছি কছি রূপ অন্য কছি রূপে চয়ে জঘন্য। ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) ‘আল-ফাওয়ায়েদে’ নামক গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-৮২) বলেন: তবে কুরআন থেকে মুখ ফরিয়ে নয়ো ও কুরআনকে বাদ দিয়ে অন্য কছি নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে কুরআন ভুলে যাওয়া মুসবিত। সওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়ার সাথে সাথে এ মুসবিতরে কারণে আরও অনেকে মুসবিত সৃষ্টি হয়।

যে ব্যক্তি কুরআনরে কছি অংশ মুখস্থ করার পর ভুলে গেছে তার জন্য নমিনোকত উপদেশ:

- য়ে সূরাগুলো মুখস্থ ছিলি সগুলো পুনঃ পুনঃ পাঠ করা; যাতে দ্বিতীয়বার সগুলোকে মজবুতভাবে মুখস্থ করে নতিে পারে।
- পুনঃপাঠ নয়িমতি অব্যাহত রাখা; যাতে পুনরায় ভুলে না যায়।
- একজন দক্ষ শাইখরে কাছে মুখস্থ ও পুনঃপাঠ চালু রাখা।
- কুরআন শরীফরে বড় বড় য়েব অংশ মুখস্থ করছে য়েমন পারা ও হযিব ইত্যাদি; সগুলো পুনঃপাঠ করা এবং সম্পূর্ণ সূরা মুখস্থ করার চেষ্টা করা। এভাবে পূর্ববে মুখস্থকৃত অংশ পুনঃপাঠ করা ও মুখস্থকৃত অংশ পুনরুদ্ধার করার প্রক্রিয়া তাকে গোটো সূরাটি মুখস্থ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে।
- পক্ষান্তরে, কুরআনরে ছোট ছোট য়ে অংশগুলো মুখস্থ করে ভুলে গেছে য়েমন- দুই আয়াত বা তনি আয়াত ইত্যাদি সগুলো নিয়ে ব্যস্ত হবো না এবং সগুলো থেকে যা ভুলে গেছে সয়েব অংশ স্মরণ করার কষ্ট করা দরকার নই।

য়েমনটি ইতপূর্ববে উল্লেখ করছে তার উচতি সূরা ও বড় বড় অংশগুলো মুখস্থকরণে সচেষ্ট হওয়া। ছোট ছোট য়ে অংশগুলো মুখস্থ করছে এবং কছি কছি ভুলে গেছে সগুলো স্মরণ করতে না পারার কারণে সে ব্যক্তি গুনাহগার হবো না। ব্যক্তি নিজিে নিজিে অবস্থা বুঝার চেষ্টা করবে। যদি কোন পাপরে কারণ হয় তাহলে সে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে ইস্তগিফার করবে ও তওবা করবে। আর যদি অবহলো, আখরোতরে প্রতি বিমুখতা ও দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ার কারণে তাহলে সে ব্যক্তি

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

আখরোত অভিমুখী হবে। কেননা আখরোতই হল- উত্তম ও স্থায়ী।

এরপর বলব, সে ব্যক্তির উচতি অনতবিলিম্বে ভুলে যাওয়া অংশগুলো পুনরায় মুখস্থ করে নয়ো। উৎসাহ নিয়ে চেষ্টা করলে হিম্মত পাবে; আর বলিম্ব করলে ও চলিমৈদিলি জড়তায় পাবে।

ইবনুল মুবারক (রহঃ) আল-যুহদ নামক গ্রন্থে (১/৪৬৯) ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “এ অন্তরগুলোর স্পৃহা ও চঞ্চলতা আছে। আবার জড়তা ও পছিটান আছে। সুতরাং স্পৃহা ও চঞ্চলতার সময় অন্তরগুলোকে কাজে লাগাও এবং জড়তা ও পছিটানরে সময় ছাড় দাও।”।

কোন সন্দেহে নই যে ব্যক্তি কুরআনকে হারিয়ে ও ভুলে গিয়ে নিজের দুর্বলতা ও অপরাধবোধ অনুভব করছে এবং কভিবে পুনরায় মুখস্থ করা যায় সে বিষয়ে জানতে চাচ্ছে এটি তার অন্তররে গাফলত থেকে জেগে উঠার আলামত। এই যার অবস্থা তার উচতি অনতবিলিম্বে পুনরায় মুখস্থ করার জন্য উদ্যোগী হওয়া; দরী না করা। এ ক্ষেত্রে সে যদি তার প্রচুর ব্যস্ততা, দায়দায়তিব ও পরিবারকে সময় দেয়ার কারণে শুধু অবসর সময় ছাড়া অন্য কোন সময় পুনঃপাঠ করার সুযোগ না পায় তাতেও কোন অসুবিধা নই।

আরও জানতে দেখুন: [161367](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই ভাল জানেন।